بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের মহান মর্যদাসম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত আলী রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ১৫ জানুয়ারী ২০২১ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত আলী (রা.)'র স্মৃতিচারণ চলছিল, হযরত হাসান (রা.) হযরত আলী (রা.) কে একটি প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন? হযরত আলী (রা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত হাসান (রা.) পুনরায় প্রশ্ন করেন, আপনি কি খোদাতা'লাকেও ভালোবাসেন? হযরত আলী (রা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত হাসান (রা.) বলেন, তাহলে তো আপনি এক অর্থে শিরক করছেন। খোদাতা'লার সাথে তাঁর ভালোবাসায় অন্য কাউকে অংশীদার করাকেই তো শিরক বলে। হযরত আলী (রা.) বলেন, হাসান! আমি শিরক করছি না। আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু তোমার ভালোবাসা যদি খোদার ভালোবাসার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমার ভালোবাসা পরিত্যাগ করবো।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে একস্থানে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "হযরত আলী (রা.) যখন কোন কঠিনসমস্যার সম্মুখিন হতেন তখন তিনি আল্লাহ্তা'লার সমীপে এই দোয়া করতেন, يَاكَهٰيٰعٓصٓ اِغْفِرْلِيْ অর্থাৎ, হে(খোদা)আমাকে ক্ষমা করে দাও।" মহানবী (সা.)(কুরআনের)এই মুকাত্তায়াতগুলোর অর্থ করে বলেছেন, 'কাফ' (খোদার) 'কাফী' গুণবাচক নামের সংক্ষিপ্তরূপ, 'হা' হাদী গুণবাচক নামের সংক্ষিপ্তরূপএবং 'আঈন' 'আলেম' বা 'আলীম' গুণের স্থলাভিষিক্ত। আর 'সোয়াদ' 'সাদেক' গুণবাচক নামের সংক্ষিপ্তরূপ। অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ্তা'লার সমীপে এই দোয়া করছেন, হে আল্লাহ্! তুমিই কাফি বা তুমিই যথেষ্ট, তুমি হাদী অর্থাৎ পথ-প্রদর্শক, তুমি আলীম অর্থাৎ সর্বজ্ঞানী আর তুমিই সাদেক অর্থাৎ সত্যবাদী। তোমার এ সকল গুণের দোহাই–তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, তফসীরকারগণ হযরত আলী (রা.)'র একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, আর তা হলো, তিনি (রা.) একবার তার একজন ভৃত্যকে ডাকেন, কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেয় নি। তিনি বারবার ডাকতে থাকেন কিন্তু সে কোন উত্তর দেয় নি। কিছুক্ষণ পর ঘটনাচক্রে সেই বালক বা ভৃত্য তার সামনে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার কী হয়েছে যে, আমি তোমাকে এতবার ডাকলাম তবুও তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না? সে বলল, আসল কথা হল, আপনার কোমলতায় আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল আর আপনার শাস্তি থেকে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করি–তাই আমি আপনার ডাকে সাড়া দেই নি। সেই বালকের উত্তর হযরত আলী (রা.) ভালে লেগেছে আর তিনি তাকে মুক্ত করে দেন। এখানে কোন জগতপূজারী হলে তাকে হয়তো শায়েস্তা করত অর্থাৎ, তুমি আমার নম্রতার অন্যায় সুযোগ নিচ্ছ কিন্তু তিনি (রা.) তাকে পুরস্কৃত করেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কোন এক সাহাবী খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তাঁর সাথে আরো কিছু সাহাবীও আমন্ত্রিত ছিলেন আর তাদের মাঝে হযরত আলী (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তুলনামূলকভাবে হযরত আলী (রা.)এর বয়স কম ছিল তাই কতিপয় সাহাবী তার সাথে রসিকতা করেন। তারা একের পর এক খেজুর খেয়ে খেজুরের আটি হযরত আলীর সামনে রাখতে থাকেন। সাহাবীরা রসিকতা করে হযরত আলীকে বলেন, তুমি সব খেজুর খেয়ে ফেলেছ; এই যে তোমার সামনে সব আটি পড়ে আছে। হযরত আলী (রা.)এর স্বভাবেও রসিকতা ছিল, খিটখিটে ছিলেন না। তিনি যদি খিটখিটে স্বভাবের হতেন তাহলে সাহাবীদের সাথে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়তেন আর বলতেন, আপনারা আমাকে অভিযুক্ত করছেন বা আমার সম্বন্ধে কু-ধারণা করছেন। হযরত আলী (রা.) বুঝে গিয়েছিলেন তার সাথে যা করা হয়েছে তা রসিকতা ছিল। হযরত আলী ভাবলেন যে, এখন আমার বৈশিষ্ট্য হলো, আমিও রসিকতার ছলেই এর উত্তর দিবো। অতঃপর তিনি বলেন, আপনারা তো আটিও খেয়ে ফেলেছেন কিন্তু আমি তো আটি রেখে দিয়েছি। এতে সাহাবীদের রসিকতা উল্টো তাদের বিরুদ্ধেই বর্তেছে।

পবিত্র কুরআনে নির্দেশ রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)এর কোন পরামর্শ নিতে হলে প্রথমে সদকা করবে। তিনি বলেন, এ নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) তাঁর সকাশে উপস্থিত হয়ে কিছু পয়সা সদকা হিসাবে উপস্থাপন করে নিবেদন করেন, আমি কিছু পরামর্শ করতে চাই। মহানবী (সা.) নিরলে গিয়ে হযরত আলীর সাথে কথা বলেন। অন্য এক সাহাবী হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কোন বিষয়ে পরামর্শ নিয়েছেন? হযরত আলী (রা.) বলেন, পরামর্শ নেয়ার মত তেমন কোন বিশেষ বিষয় ছিল না কিন্তু আমি ভাবলাম কুরআন করীমের উক্ত নির্দেশের ওপরও আমল হওয়া উচিত।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালেমা (রা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহানবী (সা.) কে আমি বলতে শুনেছি, যে আলীকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে এবং যে আমাকে ভালোবাসে সে আল্লাহকে ভালোবাসে আর যে আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং যে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, সেই সত্তার কসম! যিনি শষ্যবীজকে বিভক্ত করেছেন এবং আত্মা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চিতভাবে আমার সাথে নিরক্ষর নবী (সা.)-এর এ প্রতিশ্রুতি ছিল যে, কেবল মু'মিনই আমার সাথে আন্তরিকতা রাখবে আর মুনাফেকই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন, তোমার দৃষ্টান্ত হলো হযরত ঈসা-এর ন্যায়, যার প্রতি ইহুদিরা এত বেশি বিদ্বেষ পোষণ করে যে, তার মাতার প্রতি তারা অপবাদ আরোপ করে আর খ্রিষ্টানরা তাঁর অর্থাৎ ঈসা (আ.)এর প্রতি ভালোবাসায় এতটা বাড়াবাড়ি করে যে, তারা তাঁকে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে যে মর্যাদা তাঁর ছিল না। এরপর হযরত আলী (রা.) বলেন, সাবধান! আমার বিষয়ে দুই ধরণের মানুষ ধ্বংস হবে। প্রথমত সেসব লোক (ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে) যারা আমাকে মাত্রাতিরিক্ত ভালোবেসে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবে যে মর্যাদা আমার নয় আর দ্বিতীয়ত তারা (ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে) যারা আমার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণের দরুণ আমার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করবে। হযরত আলী (রা.) ফ্যায়-এর যে সম্পদ আসত তিনি তার পুরোটাই বিতরণ করে দিতেন আর তা থেকে কিছুই সঞ্চিত রাখতেন না, তিনি (রা.) বলতেন, হে পৃথিবী! যাও আর আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ধোঁকা দাও। তিনি (রা.) নিজেও ফ্যায়-এর সম্পদ থেকে কিছু নিতেন না আর কোন ঘনিষ্ট বন্ধু বা আত্মীয়কেও কিছু দিতেন না। তিনি (রা.) গভর্ণরে র পদ বা অন্যান্য পদ কেবল সৎ ও বিশ্বস্ত লোকদেরকেই দিতেন।

রাবী বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) একটি চাবুক হাতে নিয়ে বাজারে হাঁটছিলেন এবং লোকদেরকে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করতে, সত্য কথা বলতে, উত্তমরূপে ক্রয়বিক্রয় করতে এবং পরিমাপ ও ওজন পূর্ণরূপে প্রদানের উপদেশ দিচ্ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর একটি দিব্যদর্শন বর্ণনা করেন, আমি যা দেখি তাহলো, আমি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হয়ে গিয়েছি! অর্থাৎ স্বপ্নে আমি মনে করি আমিই তিনি। আর পরিস্থিতি এমন যে, খারেজীদের একটি গোত্র আমার খেলাফতের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে; অর্থাৎ সেই গোষ্ঠি আমার খেলাফতের কার্যক্রম ব্যহত করতে চাচ্ছে এবং এতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। এমন সময়ে আমি দেখলাম রসূলুল্লাহ্ (সা.)

আমার পাশে রয়েছেন এবং স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে আমাকে বলছেন, **'ইয়া আলীয়ুদা'হুম ওয়া আনসারাহুম ওয়া যিরাআতাহুম,** অর্থাৎ হে আলী! তাদের, তাদের সহযোগীদের এবং তাদের ফসল এড়িয়ে চল আর তাদেরকে পরিত্যাগ কর এবং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, আমীর মুআবিয়া যিরার সুদাঈ-কে বলেন, আমার সামনে হযরত আলীর বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা কর। সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে ক্ষমা করবেন। আমীর মুআবিয়া বলেন, তোমাকে বলতেই হবে। যিরার বলে, যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে শুনুন, খোদার কসম! হযরত আলী বড়মনা এবং দৃঢ় শক্তিবৃত্তির অধিকারী ছিলেন। সুনিশ্চিৎ কথা বলতেন এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রবহমান ঝরণাধারা ছিলেন আর তাঁর প্রতিটি কথা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ইহজগৎ এবং এর চাকচিক্যকে ভয় করতেন আর রাত ও এর নির্জনতাকে ভালোবাসতেন। তিনি অনেক ক্রন্দনকারী এবং অনেক প্রণিধানকারী মানুষ ছিলেন। তিনি সাধারণ পোশাক এবং একান্ত সাদামাটা খাবার পছন্দ করতেন। তিনি আমাদের মাঝে আমাদের মতোই এক সাধারণ মানুষের মতো অবস্থান করতেন। আমরা প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিতেন আর কোন ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে সম্পর্কে অবহিত করতেন। খোদার কসম! তার সাথে আমাদের এবং আমাদের সাথে তার ভালোবাসা ও নৈকট্যের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমরা তার প্রতাপের কারণে তার সাথে কম কথা বলতাম। তিনি ধার্মিক লোকদের সম্মান করতেন এবং মিসকীনদের নিজ সান্নিধ্যে আশ্রয় দিতেন। কোন শক্তিশালী ব্যক্তি এই আশা করত না যে, সে নিজের কোন মিথ্যা কথা তার কাছে গ্রহণীয় করতে পারবে আর কোন দুর্বল ব্যক্তি তার ন্যায়বিচারের প্রতি আশাহত হতো না। খোদার কসম! কোন কোন ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, রাত নেমে এলে এবং তারকারাজি নিস্প্রভ হয়ে গেলে তিনি তার দাড়ি ধরে এমনভাবে ছটফট করতেন যেভাবে সাপের দংশনে দংশিত ব্যক্তি ছটফট করে আর ভীষণ দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় কাঁদতেন এবং বলতেন, হে জগৎ! যাও, তুমি আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রতারিত করার চেষ্টা কর। তুমি কি আমার সাথে বিতর্ক করছো আর নিজেকে আমার সামনে সেজেগুজে প্রদর্শন করছো? তুমি যা চাও তা কখনো হবে না, কখনো হবে না। আমি তো তোমাকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছি, যার পর প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ নেই, কেননা তোমার জীবনকাল স্বল্প এবং তোমার কোন ভরসা নেই। এখানে তিনি রূপক ভাষায় পৃথিবীকে সম্বোধন করেছেন যে, তোমার জীবনকাল স্বল্প আর তুমি অর্থহীন। হায়! পাথেয় কম এবং সফর দীর্ঘ আর পথ ভীতিপ্রদ। তিনি যখন তাঁর (অর্থাৎ হযরত আলীর) গুণাবলী সম্পর্কে এসব কথা বলেন তখন এগুলো শুনে আমীর মুয়াবিয়া কেঁদে উঠেন এবং বলেন, আল্লাহ্তা'লা আবুল হাসানের প্রতি কৃপা করুন। খোদার কসম! তিনি এমনই ছিলেন। হে যেরার! আলীর মৃত্যুতে তুমি কেমন কষ্ট পেয়েছ? যেরার বলেন, সেই নারীর মতো কষ্ট পেয়েছি যার সন্তানকে তার কোলেই জবাই করে দেয়া হয়।

হযরত আলী খোদাভীরু নির্মলচিত্ত এবং রহমান খোদার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি জাতির মনোনীত ও যুগের নেতৃস্থানীয় মানুষ ছিলেন। প্রবল শক্তিধর খোদার বিজয়ী সিংহ, স্নেহশীল খোদার বীর যুবক, দানশীল, পবিত্র হৃদয় এবং এমন অনন্য সাহসী ছিলেন যে, গোটা শত্রুবাহিনী তাঁর মুখোমুখি হলেও রণাঙ্গনে তিনি নিজের স্থান পরিত্যাগ করতেন না। তিনি সারাটা জীবন দারিদ্র্যের মাঝে কাটিয়ে দিয়েছেন। নিজ যুগে মানুষের জন্য নির্ধারিত তাক্বওয়ার পরম মার্গে তিনি উপনীত ছিলেন। খোদার পথে ধনসম্পদ ব্যয়, মানুষের কষ্টলাঘব, এতীম-মিসকীন ও প্রতিবেশীর দেখাশুনা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সব্রাগ্রে। যুদ্ধে তিনি বহুমুখী বীরত্ব প্রদর্শন করতেন। তির ও অসিচালনায় তিনি অশ্চর্যজনক দক্ষতা প্রদর্শন করতেন। একইসাথে তিনি ছিলেন অতি মিষ্টভাষী ও বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতা মানব হৃদয়ের গভীরে ঘর করত আর এর কল্যাণে মনের মরিচা দূর হতো। নিজ বক্তৃতাকে যুক্তির জ্যোতিতে তিনি আলোকিত করতেন। নানামুখী কাজে তিনি ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী। এসব বিষয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ ব্যক্তিকে পরাজিতের ন্যায় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হতো। সকল গুণে, বক্তব্যের গভীরতা ও বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানব। যেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করেছে সে-ই নির্লজ্জতার পথ অবলম্বন করেছে। তিনি নিরুপায় লোকদের প্রতি সহমর্মিতায় অনুপ্রাণিত করতেন এবং স্বল্পতুষ্ট মানুষ ও শোচনীয় অবস্থায় জর্জরিত লোকদের খাবার দানের আদেশ দিতেন। তিনি ছিলেন খোদার একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন কুরআনের জ্ঞান আহরণকারীদের মাঝে একজন শীর্ষস্থানীয়

মানুষ। কুরআনের সূক্ষ্ম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে অসাধারণ বুৎপত্তি দান করা হয়েছিল। আমি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় নয় বরং জাগ্রত অবস্থায় কাশ্‌ফে দেখেছি। আমি হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর উভয় পুত্রকে ভালোবাসি। আমি তাকে শত্রু মনে করি যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা রাখে। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আজ এখানেই হযরত আলী (রা.)এর স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হচ্ছে; ভবিষ্যতে পরবর্তী স্মৃতিচারণ আরম্ভ হবে ইনশাআল্লাহ্।

খুৎবা-জুম্‌আ শেষে, হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, নামাযের পর আমি নতুন একটি টিভি চ্যানেল উদ্বোধন করব, ইনশাআল্লাহ্, যেটি এম.টি.এ. ঘানা নামে চব্বিশ ঘন্টা সম্প্রচারিত হবে। একটি নতুন চ্যানেল উদ্বোধন করা হচ্ছে। এটি ঘানায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চব্বিশ ঘন্টার নতুন দেশীয় টিভি চ্যানেল হবে। এম.টি.এ. ঘানা স্যাটেলাইট ডিশ ছাড়াই যেকোন সাধারণ টিভি এন্টেনার মাধ্যমেও দেখা সম্ভব হবে। এর অর্থ হলো, ঘানার মানুষ সহজেই সাধারণ এন্টেনার মাধ্যমেও এই চ্যানেল দেখতে পারবে। আমি যেমনটি বলেছি জুমুআর নামাযের পর আমি এর উদ্বোধন করব ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, দ্বিতীয় বিষয় হলো, যেভাবে আমি আজকাল মনোযোগ আকর্ষণ করছি, বিশেষভাবে পাকিস্তান ও আলজেরিয়ার বন্দিদের জন্য দোয়া করুন; আল্লাহ্‌তা'লা তাদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। পাকিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্‌তা'লা সেখানে আহমদীদের প্রশান্তির জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। আহমদীয়াতের বিরোধীদের বিবেক-বুদ্ধি দিন; আর যদি তা না হয় তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা তাদের সাথে যে আচরণ করার তা করুন; আর আমরা যেন তাদের থেকে দ্রুত মুক্তি লাভকারী হতে পারি। আমিন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
15 January 2021

Makeup & Distribute FROM
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

সত্যের সন্ধানে

ইনশাল্লাহ আগামী ২৮ জানুয়ারী থেকে ৩১ জানুয়ারী ২০২১ চারদিন ব্যাপি পুনঃরায় 'সত্যের সন্ধানে' এম.টি.এ তে শুরু হতে চলেছে। অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন ভারতীয় সময়ানুযায়ী সন্ধ্যে সাড়ে ৭ টায় শুরু হবে। শুধুমাত্র ২৯ জানুয়ারী শুক্রবার হুজুরের লাইভ খুৎবা শেষে রাত্রি আট-টায় শুরু হবে। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা যেন নিজেরা বেশি করে এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানগুলো বেশি করে দেখানোর ব্যবস্থা করেন তার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষে *amjbirbhum@gmail.com*-এ রিপোর্ট পাঠানোর জন্য মোয়াল্লিম/মোবাল্লিগ সাহেবদের নিকট নিবেদন রইল।

সেখ মহাম্মদ আলী

জেলা মুবাল্লীগ ইনচার্য, বীরভূম